ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ, ওয়াসা ভবন
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ঢাকা- ১২১৫,

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/১২০৮ তারিখ ঃ ২৩/১০/২০২২

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
ঢাকা।

বিষয় ঃ প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসা'র প্রতিবাদ।

২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকায় **"উচ্চ ব্যয়ের নতুন প্রকল্পে উৎপাদন বিপর্যয়"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, এটি একটি হীন উদ্দেশ্য প্রনোদিত, কল্পনা প্রসূত, ভিত্তিহীন ধ্যান ধারনার উপর তৈরি প্রতিবেদন। বাস্তবতার সাথে এ প্রতিবেদনের কোন সামঞ্জস্য নেই। ঢাকা ওয়াসা'র আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্থাপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। দৈনিক সমকালের মতো প্রথম শ্রেনীর পত্রিকার কাছ থেকে এরূপ প্রতিবেদন কোনভাবেই কাম্য নয়।

ঢাকা ওয়াসা'র পদ্মা যশলদিয়া পানি শোধনাগার (যা বর্তমানে পদ্মা পানি শোধনাগার নামকরণ করা হয়েছে) একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পানি শোধনাগার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এটি একটি অন্যতম বৃহৎ ও আধুনিক পানি শোধনাগার। এ পানি শোধনাগারের পানির উৎস পদ্মা নদী। নদীর ইনটেক পয়েন্ট হতে পানি এ শোধনাগারে নেয়া হয়। তারপর শোধনাগারে বিভিন্ন কেমিক্যালের (PAC, PAM, Chlorine, Lime) মাধ্যমে শোধন করা হয়। অতঃপর পানির গুনগত মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে রাজধানীর সম্মানিত গ্রাহকদের কাছে পানি পৌঁছে।

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ২ এর নির্মাণ ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিলনা এবং ফেজ-২ এর জন্য ইনটেক পাম্পিং স্টেশন ও র' ওয়াটার পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজন পড়েনি। অন্যদিকে, পদ্মা পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য প্রায় ১০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইনটেক পাম্পিং স্টেশন, র' ওয়াটার পাইপলাইন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২০০০ মিমি ব্যাসবিশিষ্ট ৩৬ কিমি সরবরাহ পাইপলাইন, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, ৩৭ কিমি দীর্ঘ ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন এবং সরবরাহ লাইন ধলেশ্বরী-১ ও ২ এবং বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশ দিয়ে স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অংকের ব্যয় হয়েছে। ফলে উভয় প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয়ের তুলনা অবান্তর।

উল্লেখ্য,জি টু জি চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সরকার মনোনীত ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক EPC/Turnkey ভিত্তিতেপদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পবাস্তবায়িত হয়। ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার তথা ঢাকা ওয়াসার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার-১ ও ২ এর মত পদ্মা পানি শোধনাগারের নির্মাণ কাজও আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইউরোপিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Grontmij A/S এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও মান নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে কোন প্রকল্পের নির্মানকাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।

প্রতিবেদকের বোঝা উচিৎ ছিল যে, বিশ বছর আগে নির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবার ব্যয় আর বর্তমান বাজারমূল্য এক নয়। ঠিক একইভাবে ওই সময়ের ডিজেলসহ বিদ্যুতের মূল্য আর বর্তমানে তার মূল্যের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারনে সমগ্র বিশ্বে সবকিছুর উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। অনুরুপভাবে পানি পরিশোধনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসেস কেমিক্যালের মূল্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পানি শোধনাগার নির্মানের যে তুলনা দেওয়া হয়েছে সে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারটি ঢাকার অতি সন্নিকটে এবং এটি ২০০১ সালে নির্মিত। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে নির্মিত পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা শহর হতে ৩৬ কিঃ মিঃ দূরে এবং ৩টি নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে শোধনকৃত ঢাকা শহরে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রেসার বজায় রাখার জন্য বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ব্যবহার করা হয়; যা একটি স্বতন্ত্র পানি শোধনাগারের সমতূল্য।

প্রতিবেদক অপারেটিং কষ্ট ১২ গুন বেশি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন, যা একেবারেই সঠিক না। বস্তুতঃ অবকাঠামোর উন্নয়ন আর অপারেটিং কষ্ট এক বিষয় নয়। পানি শোধনাগার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৭৪.১১ কোটি টাকা; যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫৪.১৭ কোটি টাকা মাত্র। এই বরাদ্দের প্রায় ৩১.২৪ কোটি টাকা ব্যয় হয় বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ খাতে; যা মোট ব্যয়ের ৫৭.৬৬%। এছাড়া জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে ৩.৩৪ কোটি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রসেস কেমিক্যাল ক্রয় খাতে ব্যয় হয় ১৬.৫৭ কোটি টাকা। এই পানি শোধনাগারের ইনটেক পাম্পিং স্টেশন, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ৭২টি ভালভ চেম্বারসহ ৩৪ কিমি ট্রান্সমিশন মেইন পাইপলাইনের বিভিন্ন স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বিগত অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৩.০২ কোটি টাকা মাত্র। এই সকল ব্যয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্টান্ডার্ড অপারেটিং কস্ট রেশিও অনুযায়ী অত্যন্ত সন্তোষজনক।

পদ্মা শোধনাগারে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু রাস্তা নির্মান করা, remote এলাকা বিধায় IWP (Intake Water Pump), WTP(Water Treatment Plant)এর BPS(Booster Pumping Station)এ Watch Tower নির্মান এবং এ গুলির চতুর্দিকে অবৈধ দখলদার জায়গা দখল করার পদক্ষেপ নেওয়ায় সেগুলি রক্ষার্থে সীমানা দেওয়াল ও Retaining Wall নির্মান করা হয়েছে ও হচ্ছে।এর ফলে পানি শোধনাগারটি সুরক্ষিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বৃহৎ স্থাপনার কিছু রুটিন রক্ষনাবেক্ষণ করতে হয়। যেমন- এ মূহুর্তে পদ্মা নদীর ইনটেক পয়েন্টের আশপাশে পলিমাটি জমেছে। এ পলিমাটি ড্রেজিংএর মাধ্যমে অপসারন না করলে পানি উৎপাদন ব্যহত হবে। এটি আবশ্যিক কাজ। এটিকে মূল স্থাপনার ব্যয়ের সাথে দেখার কোন সুযোগ নেই।

পদ্মা পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পটিতে ঢাকা শহরে বিতরণ নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত না থাকায় উহা নির্মাণের জন্য পৃথক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়; যা অদ্যাবধি অনুমোদিত হয়নি। তদুপরি পানি শোধনাগারটি চালু করার স্বার্থে ঠিকাদার CAMCE এর নিজস্ব ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপির অতিরিক্ত হিসেবে প্রায় ১ কিমি বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। এর সুফল হিসেবে সীমিত পরিসরে শোধনাগারটি চালু করা সম্ভব হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ এ প্রকল্প উদ্বোধনকালে মাত্র দৈনিক ৭.৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হলেও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্টদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৫-৩০ কোটি লিটার পানি ঢাকা শহরের নেটওয়ার্কে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিতরণ নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় সীমিত পরিসরে পরিচালিত (লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ৩০ কোটি লিটার) এই শোধনাগারের বর্তমান উৎপাদন অত্যন্ত সন্তোষজনক। বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদিত হলে পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাবে। তেঁতুলঝরা-ভাকুর্তা প্রকল্পে দৈনিক ১৪ থেকে সাড়ে ১৪ কোটি লিটার পানি উৎপাদন হয়-অথচ প্রতিবেদক ৫ কোটি লিটার পানির উৎপাদন কোথায় পেলেন তা বোধগম্য নয়।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২০/১০/2022

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।